দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 18 APR 2009
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

আহত ৪ অপহৃত ১ : সংগঠনের কার্যক্রম ৩ মাস স্থগিত

ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জেরে বরিশাল মেডিক্যাল বন্ধ : শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগ

বরিশাল ব্যুরো : বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় আরো বড় গোলযোগের আশংকায় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়। গতকাল সকাল ৯টার মধ্যেই সব ছাত্র-ছাত্রীকে ক্যাম্পাস ত্যাগেরও নির্দেশ দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে এ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল সকালে হল ত্যাগ করলেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে তারা নগরীর বিভিন্নস্থানে আটকে আছে। বৃহস্পতিবার ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলাকালে ছাত্রলীগের রমিজ আহমেদ-মোঃ সায়েম গ্রুপ এবং তাদের ক্যাডারদের বিচ্ছিন্ন হামলার শিকার হয়েছে প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগের জাফর গ্রুপের ৪ ছাত্র এবং অপহৃত হয়েছে আরেকজন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগ কেন্দ্রিয় সংসদের এক সিদ্ধান্তে শেরে বাংলা পৃঃ ৫ কঃ ৭

ছাত্রলীগের সংঘর্ষের জেরে বরিশাল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মেডিক্যালে সংগঠনের কার্যক্রম ৩ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডাঃ তাহের উদ্দিন জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় মেডিক্যাল কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরিস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় বরিশাল শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মেট্রো পুলিশের সহকারী কমিশনার হায়াতুল ইসলাম বলেন, নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে ছাত্রনেতারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। তিনি আরো বলেন, রবিউল নামের এক ছাত্র অপহৃত হয়েছে এই অভিযোগে তার সহপাঠী মেহেদী, তানভীর এবং শাহীন সাধারণ ডায়েরি করেছে।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ৩ নম্বর হোস্টেলের বাসিন্দা ৩৫তম ব্যাচের ছাত্র রবিউল ইসলামকে জোরপূর্বক রিকশায় তুলে নিয়ে যায় সেবাচিম শাখা বঙ্গবন্ধু ইন্টার্নী ডাক্তার পরিষদের সভাপতি এসএম রমিজ আহমেদ এবং সায়েম। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ছাত্রলীগের জাফর গ্রুপের সদস্যরা রবিউলকে বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে বের হয়। ৩৬তম ব্যাচের মামুন ও ৩৫তম ব্যাচের তানভীর রিকশায় খুঁজতে খুঁজতে সিএন্ডবি রোড সওজ অফিসের সামনে ম্যাংরোপাড়া এলাকা অতিক্রমকালে রমিজ-সায়েমের ক্যাডাররা ছিনতাইকারী বলে চিৎকার করে তাদের উপরে হামলা চালায়। এ সময় তানভীর দৌড়ে পালালেও মামুনকে লোহার পাইপ এবং রড দিয়ে বেধড়ক পেটায় ক্যাডার বাহিনী। তানভীর হোস্টেলে ফিরে সহপাঠীদের এ খবর জানালে তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং হোস্টেল থেকে বের হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে বিপুলসংখ্যক পুলিশ ক্যাম্পাসে উপস্থিত হয়ে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। এর আগে মেডিক্যালে কর্মরত পুলিশ সদস্য ১নং হোস্টেলের কলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ কারণে রমিজ-সায়েম গ্রুপের সদস্যরা হোস্টেলের ভেতরে আটকা পড়ে।

আটকাবস্থায় তারা হোস্টেলে ডাক-চিৎকার দেয় এবং চেঁচামেচি করে। এমন সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবার সময় মেডিক্যাল কলেজের লাইব্রেরীতে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র অধ্যয়নরত অবস্থায় ছিল। হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসায় তারা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করে। চেয়ার-টেবিল উল্টে পড়ার শব্দে ছাত্ররা আরও আতংকিত হয়ে পড়ে। তাদের আর্তচিৎকারে ক্যাম্পাসে উপস্থিত পুলিশ কলেজ লাইব্রেরীতে গিয়ে ছাত্রদের উদ্ধার করে।

স্থানীয় যুবলীগের দুই কর্মী ৩৭তম ব্যাচের ছাত্র শিহাবকে মোটর সাইকেলে এনে পুলিশের মাঝে হাজির করেন। শিহাব তাৎক্ষণিক উপস্থিত পুলিশ এবং সাংবাদিকদের জানায়, ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশের সময় মোবাইলে টাকা রিচার্জ করতে তিনি ইমার্জেন্সী গেট সংলগ্ন এলাকায় যান। এ সময় বহিরাগত কিছু সন্ত্রাসী আকস্মিক তার উপরে হামলা চালায়। হামলার শিকার হয়ে এক পর্যায়ে সে দৌড়ে হাসপাতালের ভেতরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একই সময় সেখানে ৩৮তম ব্যাচের মুন্না নামের এক ছাত্রলীগ কর্মীর উপর হামলা চালানো হয়। মেডিকেলে আত্মগোপনে থাকা শিহাবকে উদ্ধার করেন যুবলীগের এই দুই স্থানীয় কর্মী।

তার উপর হামলার খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা রবিউল'র অপহরণকারী রমিজ-সায়েম এবং তানভীর, মামুন, শিহাব ও মুন্নার উপর হামলাকারী বহিরাগত সন্ত্রাসী সোহেল, সুমনসহ অন্যান্য সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। একই সাথে অপহৃত রবিউলকে উদ্ধারের দাবী জানান তারা।

স্থানীয় ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং কোতয়ালী থানার শীর্ষ কর্মকর্তারা দফায় দফায় শলাপরামর্শ করেও রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত করতে পারেননি।

রাতের পরিস্থিতির কারণে যারা হোস্টেলে ফিরতে পারেননি তাদের সকালে দ্রুত ক্যাম্পাসে ফিরে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। রাত ১২টায় কর্তৃপক্ষের কলেজ বন্ধ এবং তিনটি ছাত্র ও দুইটি ছাত্রী হোস্টেলের সকলকে হল ত্যাগের নির্দেশ পুলিশ হ্যান্ড মাইকে প্রচার করে। রাত পৌনে ১টায় পুলিশ প্রহরায় কলেজ শিক্ষকরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।